Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 *(Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-II, January 2021, Page No.131-136
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদ: একটি সম্যক্ বিশ্লেষণ

শর্মিলা রায়
স্নাতকোত্তর, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Sri Aurobindo was a revolutionary nationalist, scholar, poet, mystic, evolutionary philosopher and a yogin. After a short political career he became a leader of the early movement for the freedom of India from British rule and a pioneer leader to declare and work for the aim of Swarajya. His powerful and bold writings for 'Bande Mataram' and 'Karma Yogi' surcharged the people and electrified the nation which ultimately led the nation to her freedom. It was therefore significant that when India attained her liberation in 1947, it was on 15th August, the birthday of Sri Aurobindo. The bedrock of political philosophy of Aurobindo was his concept of spiritual nationalism and the divinity of the motherland. Aurobindo provided an element of spiritualism to nationalism. He elevated the demand for national freedom to a religious faith so that the masses could be awakened.

Keywords: Sri Aurobindo, Politics, India, Indian Independence Movement, Spiritual Nationalism.

ভারতের ভাগ্যাকাশে যে কয়েকটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে এক বিশ্ববিশ্রুত ভারত সন্তান হলেন মহর্ষি শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।ভারত তথা মানব সভ্যতার ইতিহাসে অরবিন্দ ঘোষের অবদান বহু ও বৈচিত্র্যপূর্ণ।তিনি ছিলেন বহুমুখী কর্মশক্তি সম্পূর্ণ এক বিস্ময়কর প্রতিভা। এই বহুমুখী প্রতিভার দ্রুতি মানবজাতিও বিশ্ববাসীকে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। অরবিন্দ ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অনন্য সাধারণ জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী, প্রথাগত জ্ঞানের বিরুদ্ধাচারী চিন্তক, ক্রান্তদর্শী সাহিত্যিক ও মহাকবি, মানবতার ঐক্যে বিশ্বাসী দার্শনিক, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মধ্যে মেলবন্ধন কারি উচ্চমার্গের সাধক ও মহাযোগী। অধ্যাপক ড. বিশ্বনাথ প্রসাদ ভর্মা (V.P.Varma) তাঁর Modern Indian Political Thought শীর্ষ গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন:"Aurobindo was indeed a versatile genius -Poet, metaphysician seer patriot, lover of humanity and a political philosopher. His works attempt to represent the crystallization of the new and rising soul of India and have a spiritual massage for humanity." অরবিন্দের রাজনৈতিক দর্শনের মূল ভিত্তি ছিল তার মানবিক চিন্তা ও অধ্যাত্মবাদ, এমনকি শ্রীঅরবিন্দের এই রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল বাস্তব ও স্বচ্ছ। মহাযোগী অরবিন্দ ছিলেন অধ্যাত্মবাদী। "শ্রী' নামটি তাঁর নিজের নেওয়া এবং শেষ জীবনে তিনি বিশ্বের মানবজাতির কল্যাণ ও সভ্যতার বিকাশ সাধনের চিন্তায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন করেছিলেন সেই কারণে দেশবাসী শ্রী অরবিন্দকে "ঋষি' উপাধিতে ভূষিত করেন। শ্রীঅরবিন্দ কিশোর বয়সে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেতে কাটালেও তিনি পিতার কাছ থেকে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বঞ্চনা ও বিচার সংক্রান্ত খবর পেতেন। কেম্ব্রিজে থাকাকালীন সময়ে ইন্ডিয়ান মজলিসের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন এবংপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা 'পদ্মফুল ও ছোরা' (Lotus and Daggar) সঙ্গে সংযুক্ত হন। এই সময় থেকেই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ কৃষ্টিকে "কপট সূক্ষ্ম বোধরোহিত এবং অগভীর"(hypocritical, philistine and shallow) বলে তিনি মনে করতেন। শ্রীঅরবিন্দ নিজেকে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেবা করার জন্য উঁচুদরের অফিসার নাহয়ে বিপ্লবী আদর্শ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

১৮৯৩ সালে বিলেতের প্রবাস থেকে শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যাবর্তন করেন।তিনি বরোদায় প্রশাসনিক কাজে এক দশকের অধিককাল অতিবাহিত করেন।১৯০১সালে ভূপাল চন্দ্র বসুর কন্যা মৃণালিনীর সঙ্গে অরবিন্দের হিন্দু মতে বিবাহ হলেও

বিবাহিত জীবন সাধারণ অভ্যস্ত পথে চলেনি। আর তিনি সবসময় নিজেকে বৈপ্লবিক কাজকর্ম ও জ্ঞানভিত্তিক অধ্যাত্মবাদ চর্চায় ব্যস্ত রাখতেন। অরবিন্দ বাংলা ছেড়ে পন্ডিচেরিতে চলে যাওয়ার পর মৃণালিনী দেবী স্বামীর অধ্যাত্মজীবন ধ্যান করেই বাকি জীবন কাটিয়ে দিয়েছিলেন। বরোদায় কর্মরত থাকাকালিন সময়ে সমকালীন ভারতের চরমপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্ক স্থাপন করেন। ১৮৯৩ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দ ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম কাণ্ডারী ও রাজনীতিক দর্শন এবং ভাবনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৮৯৩ সালে **ইন্দুপ্রকাশ** নামক পত্রিকায় একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন ভারতের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা অর্জনের উপায় সম্পর্কে।পরবর্তী সময়ে **ইন্দুপ্রকাশ** পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি 'New Lamps for Old' নামে সংকলিত হয়।অধ্যাপক ড.গুপ্ত (Ram Chandra Gupta) তাঁর 'Indian Political Thought' শীর্ষক গ্রন্থের মন্তব্য করেছেন : "Sri Aurobindo will ever be remembered as the prophet of a pure religion of nationalism. His heroic and saintly continue to occupy an honoured place in the annals of indian nationalism. He had the moral courage to champion the creed of absolute swaraj for India as early as 1907." স্বাধীনতা আন্দোলনের সাংগঠনিক কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। ভারতের রেনেসাঁ আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে প্রাণপুরুষদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্যগুপ্ত সমিতি গুলির সামনে শরীরচর্চা, ব্যায়াম, ঘোড়ায় চড়া, লাঠি খেলা ইত্যাদি দেখানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন কিন্তু এই সবকিছুর অন্তরালে চলত ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নানা ধরনের প্রশিক্ষণ ও সামরিক প্রস্তুতি। অরবিন্দের নির্দেশেও অনুরোধে সমিতি গুলির মুখ হিসেবে সমাজের গণ্যমান্য প্রাজ্ঞপুরুষ ও মহিলারা থাকতেন।যাদের কাছ থেকে নৈতিক সমর্থন ও আর্থিক সাহায্য পাওয়া যেত। যখন বাংলায় গুপ্ত সংগ্রামের প্রস্তুতি তিনি অনেকটা এগিয়ে নিয়েছিলেন, তখনই ভারত সরকারের বাংলাপ্রদেশকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে একটি প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা হল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সারা বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিকে উদ্বেলিত করেছিল। বাংলার যে সমস্ত মনীষী কেবল দর্শন, সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার নিজেদের নিয়োজিত করে রেখেছিলেন তাঁরাও প্রকাশ্য রাজনীতির আঙিনায় উপস্থিত হয়ে কম্বুকণ্ঠে বাংলাকে ভাগ করার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ এই সময় ভারতের বৈপ্লবিক কাজকর্মের সংস্পর্শে আসেন। বিশশতকে গোড়ায় বাংলায় যে সমস্ত বিপ্লবাত্মক কাজকর্ম হয়েছিল সেগুলি সঙ্গে তিনি গভীরভাবে জড়িত ছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ বিপিনচন্দ্র পালের সহযোগিতায় ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা '**বন্দেমাতরম**' এবং তার কাজকর্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। ওই সময় **বন্দেমাতরম** পত্রিকা ছাড়া আরেকটি বৈপ্লবিক পত্রিকা '**যুগান্তর**' -এর সান্নিধ্যে আসেন। এই পত্রিকা দুটির মাধ্যমে তিনি তাঁর চিন্তা-ভাবনা প্রবন্ধ আকারে প্রকাশ করেন এবং তাঁর মূল বক্তব্য ছিল ভারতের জাতীয় মুক্তিখুব জরুরী যা আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে কোনদিনও আসবেনা। তিনি একজন চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে সুপরিচিত ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। বন্দেমাতরম পত্রিকায় "The Doctrine of Passive Resistance" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং সেই প্রবন্ধে তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, বয়কট সরকারের সঙ্গে 'পূর্ণ অসহযোগ' ইত্যাদি রাজনৈতিক ধারণা প্রচার করেন। এবং তিনিই সর্বপ্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন। 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' তিনটি সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, অন্যান্য এবং দমনমূলক আইন লঙ্ঘন করা। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য প্রশাসনিক নির্দেশ এবং বলপূর্বক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং তৃতীয়ত, বিদেশি দ্রব্য বর্জন করা। অরবিন্দের সাংবাদিক ভূমিকায় দেশদ্রোহিতা সন্দেহে ১৯০৭ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং উপযুক্ত চার্জশিট না দিতে পারায় কিছুদিনের মধ্যে সেই মামলা খারিজও হয়ে যায়। কিন্তু পরের বছরই পুনরায় অরবিন্দকে আলিপুর বোমা মামলার (১৯০৭ সালে) অভিযুক্ত হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন মামলার অরবিন্দের পক্ষে সওয়াল হয়েছিলেন তৎকালীন উদীয়মান ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস। এই মামলায় চিত্তরঞ্জন বক্তব্য ছিল রাজনীতির জন্য, দেশপ্রেমের জন্য তিনি যা করেছেন তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলা যায় না।১৯০৭ সালে যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে অরবিন্দ জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন এবং সেই বছরই কর্মযোগিন (ইংরেজি) ও ধর্ম (বাংলা) পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ধর্ম পত্রিকায় তিনি যে সমস্ত প্রবন্ধগুলো লিখেছিলেন সেগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে ধর্মভাব জাগিয়ে তোলা এবং তিনি মনে করতেন যে ধর্মভাব, ভারতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা সম্পর্কে বাঙালি মনে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটলে জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটবে। তিনি জানতেন যে জাতীয়তাবাদ ধারণাটি পশ্চিমের দেশগুলো থেকে এসেছে। কিন্তু তাই বলে একে অচ্ছুত বলা যাবেনা। ভারতের রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন ভারতবাসীর মনে জাতীয়তা বোধের উন্মেষ ঘটানো এবং তা পশ্চিমের জড়বাদী ভাব ও সভ্যতার অনুকরণে সম্ভব নয়। ভারতের সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি জাগিয়ে

তুলতে হবে, ভারতবাসীর মনে ধর্মীয় চেতনা যাতে সম্প্রসার ঘটে সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ কর্মযোগীন পত্রিকায় “An open letter to my Countrymen” নামে একটি চিঠি প্রকাশ করেন। এই চিঠি আগুনেঘি দেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। ব্রিটিশ সরকার আর চুপ করে রইলো না অনতিবিলম্বে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে এবং কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফরাসি অধিকৃত চন্দননগরে চলে যান এবং সেখান থেকে ভারতে ফরাসি উপনিবেশের রাজধানী পন্ডিচেরিতে উপস্থিত হয়েছিলেন। অরবিন্দ যাতে ব্রিটিশ শাসন চলাকালীন ভারতে আসতে না পারে সেই জন্য সেই ব্রিটিশরাজ বিবিধ কৌশল তৈরি করেছিল। শ্রীঅরবিন্দ পন্ডিচেরিতে সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করতে থাকেন এবং বৈপ্লবিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তিনি দর্শন,সাহিত্যচর্চায় ও শেষ জীবনে যোগসাধনায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। সেখানে ও তাঁর স্ত্রীর সহযোগিতায় মাসিক পত্রিকা ‘আর্য’ প্রকাশ করেন। আর্য পত্রিকায় আধ্যাত্মিকতা বিষয়ক সমস্ত বিবরণ প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত করেন। পন্ডিচেরিতে থাকাকালীন সময়ে শ্রীঅরবিন্দ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করেন সেগুলি হল ‘Essays on the Gita’; ‘The Ideals of the Karmayogi’; ‘Ideals and Progess’; ‘The Renaissance in India’; ‘The Foundations of Indian Culture’; ‘The Ideal of Human Unity’; ‘A System of National Education’ ; এবং মহাকাব্য ‘Sabitri’. পন্ডিচেরিতে শ্রীমা -এর উদ্যোগে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর অরবিন্দ তাঁর দীর্ঘ যোগসাধনা শুরু করেছিলেন এবং ১৯২৬ সালে অধ্যাত্মসাধনা সিদ্ধিলাভ করার পর থেকে তিনি ‘শ্রীঅরবিন্দ’ নামে পরিচিত হন। তিনি নির্জন যোগসাধনার মধ্যে দিয়ে দিয়েও স্বদেশে এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর খবর রাখতেন। যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে শ্রীঅরবিন্দ বুঝতে পারলেন মানুষ বিশ্বচরাচরের গতি ও সামঞ্জস্য নীতির সঙ্গে একাত্মবোধ করার প্রয়োজন। তিনি মনে করেছিলেন ভারতবর্ষে একমাত্র মনের গভীরতম আকুতির মাধ্যমেই হিন্দু ও মুসলমানের মিলন ঘটতে পারে, অন্যথায় পরিস্থিতির চাপে যখন ব্রিটিশরাজ ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হবে তখন মহাদেশ স্বাধীনতা পেলেও তা ফলপ্রসূ হবে না। শ্রীঅরবিন্দের মতে যোগ প্রকল্পের গতিময়তা মানুষকে অতি মানবে পরিণতি দিতে পারে।

শ্রীঅরবিন্দকে আমরা প্রধানত জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের একনিষ্ঠ প্রবক্তা হিসেবে চিনি। জাতীয়তাবাদী ধারণার জন্য বিপিনচন্দ্র পালের নিকট তিনি আগে থেকেই ঋণী ছিলেন। কেবল বিপিনচন্দ্র পাল নন, তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও একইভাবে ঋণী। অরবিন্দ জাতীয়তাবাদের মূল সূত্রটি প্রাচীন গ্রিসের নগর রাষ্ট্র ধারণার মধ্যে, মঙ্গোলীয় রাজতন্ত্রের মধ্যে, প্রাচীন ইউরোপীয় কেল্টিক জাতির মধ্যে এবং প্রাচীন আর্য জাতি ধারণার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর মতে এই সব ধারণাগুলির সংমিশ্রণে মধ্যযুগ এবং পরে আধুনিক যুগের ‘মানুষ’ সম্পর্কে ধারণা গড়ে উঠেছিল। জাতি গঠনের ক্ষেত্রে তিনি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় তিনটি উপাদানের গুরুত্ব সম্পর্কের উপর জোর দেন। প্রথমত, শক্তিশালী নৃপতির ভূমিকা, দ্বিতীয়ত, অপরিবর্তনশীল সামাজিক উচ্চ ক্রমবিন্যাস, তৃতীয়ত, বিদেশী আধিপত্য। তিনি মনে করতেন সমাজজীবনের বিবর্তনের ‘জাতি’ (নেশন) গঠন একটি অত্যাবশ্যকীয় পদক্ষেপ। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ভারতমাতাকে মা বলে কল্পনা করতেন এবং মার মুক্তি কামনা করতেন। অরবিন্দের চিন্তা ভাবনার ভাবনা ও একই রূপ প্রকাশ পেয়েছিল। অরবিন্দ চিন্তাধারার মধ্যে ধর্ম বা অধ্যাত্মবাদ দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে ড. বালি মন্তব্য করেছেন: “Sri Aurobindo's love of his mother land was not merely a geographical unity but a spiritual entity.” শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারণার পিছনে আধ্যাত্মিক চেতনার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়েছিল। আধ্যাত্মিক সাধনার নিগূঢ় চেতনা তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। শ্রীঅরবিন্দের মতানুসারে জাতীয়তাবাদ নিছক একটি রাজনৈতিক কর্মপরিকল্পনা নয়, জাতীয়তাবাদ হল একটি ধর্ম, এই ধর্মে ঈশ্বরের সম্ভূত। তাঁর মতানুসারে জাতীয়তাবাদ অবিনশ্বর। জাতীয়তাবাদ অমর কারণ জাতীয়তাবাদ মানবীয় বিষয় নয়। কোনরকম অস্ত্র প্রয়োগে জাতীয়তাবাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করতে পারেনা। ঈশ্বরীয় শক্তিতেই জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব অব্যাহত থাকবে। জাতীয়তাবাদের ধারণার মধ্যে শ্রী অরবিন্দ বৈদিক ও ধর্মীয় আদর্শ কে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। জাতীয়তাবাদী ধারনাই ভারতবাসীর মনে স্বজন ও স্বদেশের জন্য অধিকতর আত্মত্যাগে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি ভারতের মানুষের মধ্যেই ভগবানকে অনুভব করার কথা বলেছেন। তিনি মানবিক উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিক স্বাধীনতা এবং জাতীয়তাবাদের ধারণাকে বিচার বিশ্লেষণ করেছিলেন। বিদেশি শাসনের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের উদ্দেশ্যে যাবতীয় ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের অঙ্গীকারের কথা ও মানুষের সামগ্রিক জীবনের অঙ্গ হিসাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন। তিনি মানবজীবনের পরিপূর্ণতা অর্জনের প্রক্রিয়াকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছিলেন। প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তি মানুষের মুক্তির জন্য তিনি যোগ সাধনের কথা বলেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য তিনি বৈদেশিক

শাসনের অবসানের কথা বলেছেন। এবং সর্বশেষ পর্যায়ে তিনি সমগ্র মানবজাতির মুক্তির কথা বলেছেন। এই পর্যায়ের মধ্যে দিয়েই পৃথিবী ব্যাপী আসবে আধ্যাত্মিক জীবনের আশীর্বাদ। অরবিন্দের সময়কালে ভারতের দুরবস্থা ও নানা প্রকার সংকটের জন্য নানা বহুবিধ কারণকে তিনি দায়ী করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে হলে একদিকে যেমন ভারতের সভ্যতা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ভাবধারা প্রভৃতিকে জাগিয়ে তুলতে হবে, তেমনি অন্যদিকে ভারতের যেসব বিষয়ের অভাব রয়েছে সেগুলি পশ্চিমী দেশ থেকে অত্যন্ত বিবেচনা সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে এবং এই ব্যাপারে সঙ্গে কোন প্রকার গোঁড়ামি দেখানো উচিত নয়। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার বহু জিনিস বা জাতীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলি আমাদের পছন্দ নয় এবং যা ভারতীয় সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। তবুও আমরা প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের মিলন সাধনায় ভারতের জাতীয়তাবাদকে উদ্দীপিত করে তুলতে পারি, এই ধারণার উপর আমাদের অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে না হলে ভারতে কখনও মুক্তি সাধন সম্ভব নয়। পশ্চিমী দেশ থেকে যা কিছু গ্রহণ করব তা খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। পশ্চিমে দেশের সেই সমস্ত জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও উপাদান নেব যা আমাদের উপকারে আসবে। অরবিন্দ ভারতের শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় ও অন্যান্য অধঃপতন দেখে খুবই ব্যথিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ভারতে জাতীয়তাবাদকে উন্মেষ ঘটাতে গিয়ে সংশয় গ্রস্থ হয়ে পড়েন যে প্রাচ্যের বিশেষ করে ভারতের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যে নানা প্রকারের অধোগামিতা রয়েছে তার মূলোৎপাটন করা প্রয়োজন। এই সমস্ত কারণে তিনি বলেছিলেন পশ্চিমের দেশগুলি থেকে জাতীয়তাবাদ এবং তাদের চরিত্রের গুণাগুণ গুলি গ্রহণ করে আমাদের দেশকে সমৃদ্ধশালী হতে হবে। পশ্চিমীদেশে ধর্ম নিয়ে যে সংঘাত রয়েছে সেগুলি আমাদের দেশে বর্জনীয় কারণ আমাদের দেশে নানা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোক পাশাপাশি বসবাস করে। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যের এই জাতীয় মিলন হবে ভারতের জাতীয়তাবাদের আসল স্বরূপ।

১৯০৭ সালে ২২ শে ডিসেম্বর বন্দেমাতরম্ পত্রিকা শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বলেছেন, জাতীয়তাবাদ হল প্রবল আবেগপূর্ণ একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এই আবেগপূর্ণ উচ্চাশার লক্ষ্য হল জাতির ঈশ্বরপ্রদত্ত ঐশ্বরিক ঐক্যকে বাস্তবায়িত করা। তিনি ভারতের জাতীয়তাবাদকে একটি আত্মিক সাধনা হিসাবে প্রতিপন্ন করেছেন। এই সাধনাকে তিনি বাস্তবে দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য সাধনা হিসাবে বিবেচনা করেছেন। তিনি এই দেশ ভারতবর্ষকে একটি আত্মিক একক হিসেবে দেখেছেন, ভৌগলিক একক হিসাবে বিবেচনা করেননি। পরাধীন ভারত মাথায় হলেনএই আত্মিক একক। অধ্যাপক ড. ভর্মা এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: “But Aurobindo Aurobindo' s conception of India as the ‘mother’and not a mare geographical territory is definitely Indian in origin and was widely popularized by the writings of Bankim, whom Aurobindo called a seer, a rishi. Since nationalism was regarded as spiritual in character. ” অরবিন্দ মনে করেন ভারতবাসীর মধ্যে নানা বিষয়ে পার্থক্য থাকতে পারে এবং থাকাটাই স্বাভাবিক। এই পার্থক্যগুলি হল সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গিগত। এসমস্ত পার্থক্য থাকা সত্বেও দেশবাসীরা সবাই সমান এবং সকলের মধ্যে ঐক্য স্রোত ও ধারণা প্রভাবিত। সমগ্র ভারতবাসীর সামনে জাতীয়তাবাদের যে চিত্রটি তুলে ধরবে তার মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। আর এই জাতীয়তাবাদের সামনে ভেদাভেদ ও শ্রেণিভেদ প্রথা সব বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হবে। জাতীয়তাবাদের ছত্রছায়ায় এক্যবদ্ধ ভারত গড়ে উঠবে। ভারতীয়রা ব্রিটিশ সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিলুপ্তি চেয়েছিল, কারণ ব্রিটিশ সরকার ভারতের জনগণের মধ্যে যে সাম্য ও সদ্ভাব রয়েছে সেটাকে ধ্বংস করে ফেলার সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাই ভারতের জাতি গঠনের আবশ্যিক শর্ত হিসেবে ভৌগোলিক ঐক্য, অভিন্ন অতীত গভীর সমস্বার্থের ভিত্তিতে সুদৃঢ় ঐক্যের জন্য আকর্ষণ, সুসংগঠিত সরকারের সহায়ক রাজনীতিক পরিবেশ পরিমণ্ডল ও মানসিকতা প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের অভিমত হল: “We answer that here are certain essential conditions, geographical unity, a common past, a powerful common interest impelling towards unity and certain political conditions which enable the impulse to realize itself in an organized government expressing the nationality and perpetuating it's single and united existence.‘তিনি বলেছেন এই দেশ হল সকলের। তাই দেশমাতৃকার আরাধনায় সকলের সামিল হলে যাবতীয় অনৈক্যের অবসান হবে, এবং বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হবে। শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়তাবাদকে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠনে একটি মোক্ষম বা প্রভাবশালী অস্ত্র হিসাবে মনে করতেন। অরবিন্দ ভারতের প্রবাহমান ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার ও পুনর্গঠনে কথা ভেবেছিলেন। অরবিন্দ বলেছেন যে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশের জন্য ফরাসি বিপ্লবের মূলমন্ত্র মধ্যে অন্ততপক্ষে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। কারণ সে সমাজের সদস্যগণের মধ্যে সাম্য ভাব নেই অর্থাৎ যারা নিজেদেরকে সমান বলে মনে করে না এবং ভাতৃভাবে উদ্বুদ্ধ নয় তাদের মধ্যে জাতীয়তার উন্মেষ করতে পারে না। জনগণের মনে যদি ভ্রাতৃত্বের ভাব জেগে ওঠে

এবং সমাজের কর্তৃপক্ষ যদি সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহলে সেই সমাজের জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটবেই। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভারতই বিশ্ববাসীর কাছে যথার্থ জাতীয়তাবাদের অনুকরণীয় আদর্শ উপস্থাপন করবে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে, শ্রেণিসমূহের মধ্যে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্যক ঐক্যের ওপর জোর দিয়েছিল। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ বংশধরদের ঐক্যরিক ঐক্যের পথ দেখাবে এই ভারত। শ্রী অরবিন্দ ''বন্দেমাতরম' এর প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন: "Nationalism is simply the passionate aspiration for the realization of the Divine unity in the nation, a unity in which all the component individuals, however various and apparently unequal their function as political, social or economic factors, are yet really and fundamentally one and equal. In the ideal of Nationalism which India will set before the world, there will be an essential equality between man and man, between caste and caste, between class and class,....." ভারতই আগামী দিনে মানবজাতির ক্রমবিবর্তনের পথে প্রগতির আলোকবর্তিকা প্রদর্শন করবে। ভারতের পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। তিনি মনে করেন ভারতের সামগ্রিক মুক্তি আবশ্যক, কারণ ভারতের নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী সকল মানুষের আধ্যাত্মিক নবজাগরণ সম্ভব হবে। আমরা যাকে পূর্ণ স্বাধীনতা বা পূর্ণরূপে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রতিষ্ঠার কথা বলি তাকে তিনি স্বরাজ বা প্রজাতন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের মতে স্বরাজ ব্যতিরেকে ব্যক্তির আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও বিকশিত হতে পারে না। অরবিন্দ ভারতবর্ষের শিল্পকলা, কৃষ্টি, মরমিয়া তত্ত্ব এবং ধর্মের মধ্যে এক ধরনের সাংস্কৃতিক ঐক্য সম্পর্কিত ঐতিহাসিক সামান্যীকরণ ও জাগ্রত সচেতনতা লক্ষ্য করেন। তাঁর বিখ্যাত ধারণা ''সনাতন ধর্ম' কথাটি অবতারণা করে তিনি সচেতনভাবেই যুক্তিভিত্তিক চিন্তা গণ্ডি ছাড়িয়ে আধ্যাত্মিক মরমী ব্যক্তির মতই কথা বলেছেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন জাগতিক প্রয়োজনকে অতিক্রম করেই যথার্থ ঐক্য বা সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে এবং তা মানুষের দেশপ্রেম এবং মানসিকতার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির শুধু ভারত ভারতবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সমগ্র মানবজাতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জাতীয়তাবাদের বিষয়টি বিচার বিবেচনা করেছেন, ফলে শ্রী অরবিন্দের জাতীয়তাবাদ বিশ্বজনিতার আদর্শ অর্জন করেছিল। এই ভাবেই অরবিন্দের জাতীয়তাবাদ মতাদর্শগত উপলব্ধির ক্ষেত্রে এক উন্নত তর মানের উন্নিত হয়েছিল। তার জাতীয়তাবাদ বিশ্বজনীন মানবতাবাদী চেতনা সম্পন্ন এবং অতিমাত্রায় উদার ও ব্যাপকভাবে সম্প্রচারিত। স্বভাবতই অরবিন্দের জাতীয়তাবাদী আন্তর্জাতিক স্তরে উপনীত হয়েছে। অর্থাৎ শ্রী অরবিন্দের জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা চূড়ান্ত বিচারে আন্তর্জাতিকতাবাদের উত্তরণ। অধ্যাপক ড. বালি এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে: "....the nationalism of Sri Aurobindo had an International purpose. India could not guide the world when she was herself bound hand and foot. Therefore he thought of freedom or Swaraj as a necessary pre-condition for the role she was destined to play." শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন যে আন্তর্জাতিকতাবাদের জন্ম জাতীয়তাবাদ বা জাতীয় চেতনা থেকে। একটি জাতি রাষ্ট্র যখন কেবল নিজের শ্রীবৃদ্ধির কথা না ভেবে মানব জাতির সার্বিক উন্নতির কথা ভাবে এবং জাতিরাষ্ট্রের ভৌগলিক গণ্ডি অতিক্রম করতে চাই তখন সেই ভাবনা ও প্রবণতা থেকেই আন্তর্জাতিকতাবাদের জন্ম নেয়। একই সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের বিশ্ব ঐক্যের কথা বলেছেন।এই বিশ্ব ঐক্যের মাধ্যমে বিশ্বরাষ্ট্র গড়ে উঠবে। আর বিশ্বরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সকল জাতিই সম্পূর্ণ স্বাধীন। সকলের মধ্যে সাম্য ও জাতীয়তাবোধ বজায় থাকবে।

যাইহোক, অরবিন্দের জাতীয়তাবাদী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি মনে করতেন প্রতিটি ব্যক্তি যেমন নিজের বাঁচার ও নিজের অন্তর্নিহিত গুণের বিকাশ সাধনের অধিকার রয়েছে, তেমনি প্রত্যেকটি জাতির নিজের মত চিন্তা, চেতনা অনুযায়ী পথ নির্ধারণ করার অধিকারও স্বাধীনতার আছে। তাই তিনি ভারতের পূর্ণ স্বরাজের ডাক দিয়েছিলেন। অরবিন্দ তাঁর জীবন সায়াহ্নে দেখে যেতে পেরেছিলেন ১৯৪৭ সালে ১৫ ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা এসেছিল দেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক ডোমিনিয়ন রাষ্ট্রের সৃষ্টি সৃষ্টি হয়ে। তাঁর চোখে এই স্বাধীনতা ছিল খন্ডিত স্বাধীনতা। শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়তাবাদের ধারণা সঙ্গে গভীর দেশাত্মবোধ এবং নিগূঢ় আধ্যাত্মিক চেতনাকে সংযুক্ত করেন। এর ফলে জাতীয়তাবাদের মধ্যে এক নতুন আবেগ সঞ্চারিত হয়েছে। দেশের মানুষের মন থেকে হতাশাকে অপসারিত করে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ ছিল আধ্যাত্মিক চেতনা যুক্ত। ভারতের জাতীয়তাবাদী চেতনা ও নবজাগরণকে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ভারতে তথা বিশ্বের রাষ্ট্রদর্শনের শ্রীঅরবিন্দের আধুনিক চিন্তার এক নতুন দিগন্তের উন্মোচিত করেছেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

1. মহাপাত্র, অনাদিকুমার, ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন, সুহৃদ পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ১৯৯৮।
2. মুখোপাধ্যায়, অশোক কুমার, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা পরিচয়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা ৭০০০১৩, প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০১৩ সি।
3. দাস, প্রাণ গোবিন্দ, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা ও জাতীয় আন্দোলন, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা:)লিমিটেড, ৮/১ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা ৭০০০০৯।
4. বন্দোপাধ্যায়, অমৃতলাল, ঋষি অরবিন্দ, বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।
5. Gauba, O. P, Indian Political Thought, Mayur Books, 4226/1, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi 110002, 2018.
6. Ghose A., Mc Dermott, R. A. - Essential Aurobindo, Steiner Books.
7. Heenhs, P., The lives of sri Aurobindo, 2008, New York: Columbia University press.